10

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JAN 16 1999 ... ...
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible] ......

সিলেটে স্যাটেলাইট বিদ্যালয় ও সুনামগঞ্জে প্রাঃ শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

সিলেট হইতে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ॥ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের অভাব এবং শিক্ষক স্বল্পতাসহ নানাবিধ সমস্যার কারণে সিলেট জেলায় সরকারের স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ের কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে আগাইতেছে না এবং সুনামগঞ্জেও প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হইতেছে।

সিলেট জেলার ৮টি থানার ৮১টি বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে প্রায় ৪ হাজার শিশুর সুষ্ঠু লেখাপড়া বিঘ্নিত হইতেছে। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর অধীনে সকল শিশুর বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ঘোষণা করা হইলে সিলেট জেলার বিভিন্ন থানার যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ ও বর্ষা মৌসুমে প্রায় ৬ মাস শিশুদের স্কুলে যাওয়া দুষ্কর বিবেচনা করিয়া সরকার স্যাটেলাইট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই কর্মসূচীর অধীনে বিভিন্ন স্থানে ২ শত বিদ্যালয় নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রথম অবস্থায় স্থানীয় এলাকাবাসীদের বিপুল উৎসাহে তাহাদের বৈঠক গৃহে স্কুলের কার্যক্রম চলে। পরবর্তীতে সরকারী অর্থ সাহায্যে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শিশু শিক্ষার্থীদের শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়।

সিলেটের ৩টি থানায় ১৯৯৩ সালে ও '৯৭ সালে ৫টি থানায় স্যাটেলাইট বিদ্যালয় চালু হয়। ইহার মধ্যে ১৯৯৩ সালে জৈন্তাপুরে ১৯ টি, গোয়াইনঘাটে ১৪টি ও কানাইঘাটে ৪টি বিদ্যালয় চালু করা হয়। ১৯৯৭ সালে বিশ্বনাথে ৩টি, বালাগঞ্জে ৫টি, ফেঞ্চুগঞ্জে ৬টি, গোলাপগঞ্জে ২০টি, বিয়ানীবাজারে ১০টি। প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। বর্তমানে স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪ হাজার ৩১। এই প্রকল্প গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য হইতেছেঃ প্রাকৃতিক কারণে দেশের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অনগ্রসর এলাকার বিদ্যালয় বহির্ভূত ৬-১০ বৎসর বয়সী ছেলে-মেয়েদের জন্য যথাসময়ে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি করা। কিন্তু সিলেটের বিভিন্ন থানায় স্যাটেলাইট বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব রহিয়াছে। এইসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাসিক বেতন ৫ শত টাকা, তাহাও এখন অনিয়মিত হইয়া পড়িয়াছে। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েই লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ হারাইয়া ফেলিতেছে। শিক্ষার্থীদের বই-পত্রেরও অভাব রহিয়াছে।

এদিকে সুনামগঞ্জ জেলার ১০টি থানায় মোট ৮৬৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। এইসব বিদ্যালয়ে প্রায় ৫ লাখ ৭৫ হাজার ৫৯৬ জন শিশু অধ্যয়ন করিতেছে। সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীতে জেলায় ৩ হাজার ৪২৮ জন শিক্ষক থাকার কথা থাকিলেও ২ হাজার ২৭১ জন রহিয়াছেন। মঞ্জুরিকৃত ২ হাজার ৬২০ জন শিক্ষকের মধ্যে ২৫৯ জন শিক্ষকের পদ শূন্য। উল্লেখ্য, সারাদেশের সব জেলায় প্রতিটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক চারজন শিক্ষকের পদ মঞ্জুরিকৃত থাকিলেও বৃহত্তর সিলেটের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক মঞ্জুরিকৃত পদ দুইটি। স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ শিক্ষকের পদ বৃদ্ধির জন্য দাবী জানাইয়াছেন। ইহাছাড়া সিলেট বিভাগের বিভিন্ন স্থানে এখনও প্রয়োজনীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরাজীর্ণ, আসবাবপত্রের অভাবে।